মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

মানবসম্পদ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা পরিষেবা পরিচালনা

শিক্ষা সহায়ক সেবা বিভাগ

ড. লুলজিম আজাজি

শিক্ষা পরিকল্পনা

ড. ড্যানিয়েলা গালভানি

ভিয়ালে সান মার্কো ১৫৪, ৩০১৭৩ মেস্ত্রে

ফোন: ০৪১-২৭৪৯৫২৩/৯৫৮৮

inadempienza.scolastica@comune.venezia.it

servizieducativi@pec.comune.venezia.it

করপোরেশন কোড: ০০৩৩৯৩৭০২৭২

তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত: মারিয়ানজেলা মিয়াত্তো

প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত: ড্যানিয়েলা গালভানি

ইতালিতে শিক্ষার বাধ্যতামূলক নিয়ম

১৫ই নভেম্বর ২০২৩ থেকে ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারী আইন পরিবর্তিত হয়েছে।

আইন ডিক্রি ১৫.০৯.২০২৩ নং ১২৩

ধারা ১২: শিক্ষার বাধ্যতামূলক নিয়ম মানার ব্যবস্থা

১৬ এপ্রিল ১৯৯৪ সালের আইন ২৯৭ নং ডিক্রির ১১৪ ধারার সংশোধন করা হয়েছে। এই ধারাটি শিক্ষার বাধ্যতামূলক নিয়ম পালন নিশ্চিত করে।

শিক্ষার বাধ্যতামূলক নিয়ম পালনের উদ্দেশ্যে, মেয়র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং নিয়মিত পাঠানো সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং আইনের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলবেন।

এই আইনের মাধ্যমে অভিভাবকদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা ইতালিতে ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করবেন।

১) অভিভাবকদের অবশ্যই তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে হবে।

২) অভিভাবকদের অবশ্যই সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে হবে।

মেয়রের দায়িত্ব হলো অভিভাবকরা এই আইন অনুসারে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকদের জানাতে হবে যে, তিন মাসের মধ্যে ১৫ দিনের অনুপস্থিতি কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া হলে, শিক্ষার্থীকে স্কুলে ফিরে আসতে হবে।

স্কুলের প্রধান "সঙ্গত কারণ" এর মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারেন, যেমন চিকিৎসা সনদ অথবা অন্য কোনো গুরুতর সমস্যা।

যদি অভিভাবকগণ সন্তানের অনুপস্থিতি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন, অথবা শিক্ষার্থীকে স্কুলে ফেরত না পাঠান, তখন প্রধান শিক্ষক মেয়রকে অবহিত করবেন।

মেয়রের প্রতিনিধি অভিভাবকদের একটি চিঠি পাঠাবেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সন্তানকে স্কুলে

ভেনিস কমিউনের জন্য শিক্ষার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত অফিস হলো শিক্ষা প্রকল্পের অফিস।

ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেবেন।

চিঠিতে লেখা থাকবে যে সন্তানকে স্কুলে ফেরত পাঠাতে হবে এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

যদি শিক্ষার্থী স্কুলে ফেরত আসে, তাহলে প্রক্রিয়াটি শেষ হবে। অন্যথায়, মেয়র আদালতের প্রসিকিউটররের অফিসে রিপোর্ট করবেন।

চিঠিতে অভিভাবকদের জানানো হবে যে সন্তানকে এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে ফেরত পাঠাতে হবে এবং অফিসে কল করতে হবে।

কল করার পর অভিভাবকদের একটি সাক্ষাত্কারের সময় নির্ধারণ করা হবে, যেখানে তারা সন্তানের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে সনদ বা প্রমাণ উপস্থাপন করবেন, যেমন চিকিৎসা সনদ।

অফিস স্কুলের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর স্কুলে ফেরত আসার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

যদি শিক্ষার্থী স্কুলে ফেরত না আসে এবং অনেক অনুপস্থিতি করে (শিক্ষার বাধ্যবাধকতা এড়ানো), তবে অভিভাবকদের অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

গুরুতর কারণ হিসেবে চিকিৎসা সনদ বা অন্য কোনো গুরুতর সমস্যার স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যা অফিসের পরিচালক মূল্যায়ন করবেন।

যদি অনুপস্থিতির কারণ বৈধ বলে বিবেচিত না হয়, অফিস প্রসিকিউটরের কাছে রিপোর্ট করবে।

আইন অনুযায়ী সন্তানের স্কুলে ভর্তি না করা বা অনুপস্থিতি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

আদালতের ফৌজদারি আইন ধারা ৫৭০-তৃ, শিক্ষার বাধ্যবাধকতা না মানা:

যদি অভিভাবক সতর্কবার্তা পেয়েও সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করেন অথবা বৈধ কারণ হিসেবে স্বাস্থ্যের সমস্যা বা অন্য কোনো গুরুতর বাধা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন, তবে তাকে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

যদি অনুপস্থিতি শিক্ষার বাধ্যবাধকতা এড়ানোর পর্যায়ে পৌঁছে এবং কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়া হয়, তবে অভিভাবককে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

জননিরাপত্তা কর্মকর্তা দ্রুত রিপোর্ট করবে আদালতের প্রসিকিউটরের কাছে।

আদালতে রিপোর্ট করার পরিণতি:

শিক্ষার বাধ্যবাধকতা এড়ানোর জন্য রিপোর্ট করার পর অভিভাবককে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হতে পারে।

স্কুলে অনুপস্থিতির জন্য রিপোর্ট করার পর অভিভাবককে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হতে পারে।

এই শাস্তি অভিভাবকদের জীবনে আরও অনেক প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন পরিবারকে প্রদত্ত অন্তর্ভুক্তি ভাতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার বাধ্যবাধকতা এড়ানো: যখন শিক্ষার্থী প্রচুর অনুপস্থিতি করে এবং নির্ধারিত দিনের এক-চতুর্থাংশের বেশি অনুপস্থিতি জমা করে।